দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

026

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষা সপ্তাহ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

সারাদেশে প্রাথমিক "শিক্ষা সপ্তাহ" পালন করা হচ্ছে। শিক্ষা বিস্তারে জনগণকে আগ্রহী করে তোলা, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে তাদের সচেতন করে তোলা, সর্বোপরি শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নই এ সপ্তাহ পালন করার উদ্দেশ্য।

আর এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্তৃপক্ষ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আয়োজন করেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার। এ সবের মধ্যে আছে—সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা। শিক্ষা উপকরণের প্রদর্শনীও অন্তর্ভুক্ত আছে এ অনুষ্ঠানমালার মধ্যে। আছে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কবিতা আবৃত্তি, সংগীত ও উপস্থিত বক্তৃতার প্রতিযোগিতা। কিন্তু এ সব আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষা সপ্তাহের উদ্দেশ্য কতটা সফল হবে তা নিয়ে অভিজ্ঞ মহলের চিন্তা রয়েছে।

শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয় যে কোন ছোট একটা সংঘর্ষের পরেই। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় একসাথে একনাগারে এক মাসের বেশী খোলা থাকেনি। এ সময়ের মধ্যে কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের কোন না কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বন্ধ হয়ে গেছে। স্বাধীনতার আগে থেকেই এ ধারা চলে আসছে। যে কোন একটা সংঘর্ষের পরেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের সত্যিকার দায়িত্ব এড়িয়ে যান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের জন্য ছাত্রদের যে ক্ষতি হয় তার দিকে তেমন একটা দৃষ্টি দেন না। এবার তারই শিকার হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং রংপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রায় দু'মাস অযাচিতভাবে বন্ধ থাকার পর ১৮, জানুয়ারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা ছিল কিন্তু সিণ্ডিকেটের খেয়ালীর শিকার হয়ে তা চলে গেল ৪ ফেব্রুয়ারী। ছাত্রদের ক্ষতির তালিকায় সংযুক্ত হোল আরো প্রায় পঁচিশটি দিন। শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষা জগতের এ অস্বাভাবিক অবস্থায় শিক্ষা সপ্তাহের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম শিক্ষার উন্নয়নে কতটুকু অবদান রাখবে তা সত্যই বিতর্কের ব্যাপার। সর্ব প্রথম আমাদের শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক অবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করে নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করার ও যথাসময়ে শিক্ষা জীবন শেষ করার সুযোগ দিতে হবে। নতুবা শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

শিক্ষা সপ্তাহের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম শুধুমাত্র শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে তিন চতুর্থাংশেরও বেশী মানুষ অক্ষর জ্ঞান বর্জিত। তাদের উপর এ সেমিনার সিম্পোজিয়াম কোন প্রভাব ফেলবে কে? আর তা যদি না হয় তাহলে দেশের শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে এটি তেমন কোন অবদান রাখতে পারবে না। আমাদের এমনভাবে অনুষ্ঠান প্রণয়ন করতে হবে যাতে তা সবার উপর সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

কিছু দিন আগে সরকার দু'সন্তানের জনক-জননীদের আদর্শ স্থানীয় ঘোষণা করে তাদের পুরস্কৃত করেছেন। এ পদক্ষেপ জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। ফলে তা জনসংখ্যা রোধে একটা বিশেষ অবদান রাখতে পারে। শিক্ষা বিস্তারে সরকার অনুরূপ কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন। যে সকল পিতা-মাতার প্রতিটি সন্তানই কমপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারবে তাদের পুরস্কৃত করে গ্রামের মানুষকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

পর্যায়ক্রমে এর মান মাধ্যমিক অথবা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উন্নীত করা যেতে পারে। এটি একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের নাকি নাগরিকত্ব পাবার যোগ্যতা হল প্রাথমিক স্কুল পাস। যারা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করবে না তারা রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে না। আমাদের দেশেও অনুরূপ একটি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। আশা করা যায়, এ ব্যবস্থাটি সঠিক শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

এবারের শিক্ষা সপ্তাহে আমাদের দাবী শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে সম্ভব সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষার উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে এটিও লক্ষ্য রাখতে হবে সে পদক্ষেপ যেন জনগণের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে না উঠে।

মোঃ খালেদ হোসেন খান